মনন

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal
Vol. 9th Issue 1st, January, 2019
UGC Approved Journal No. 40975

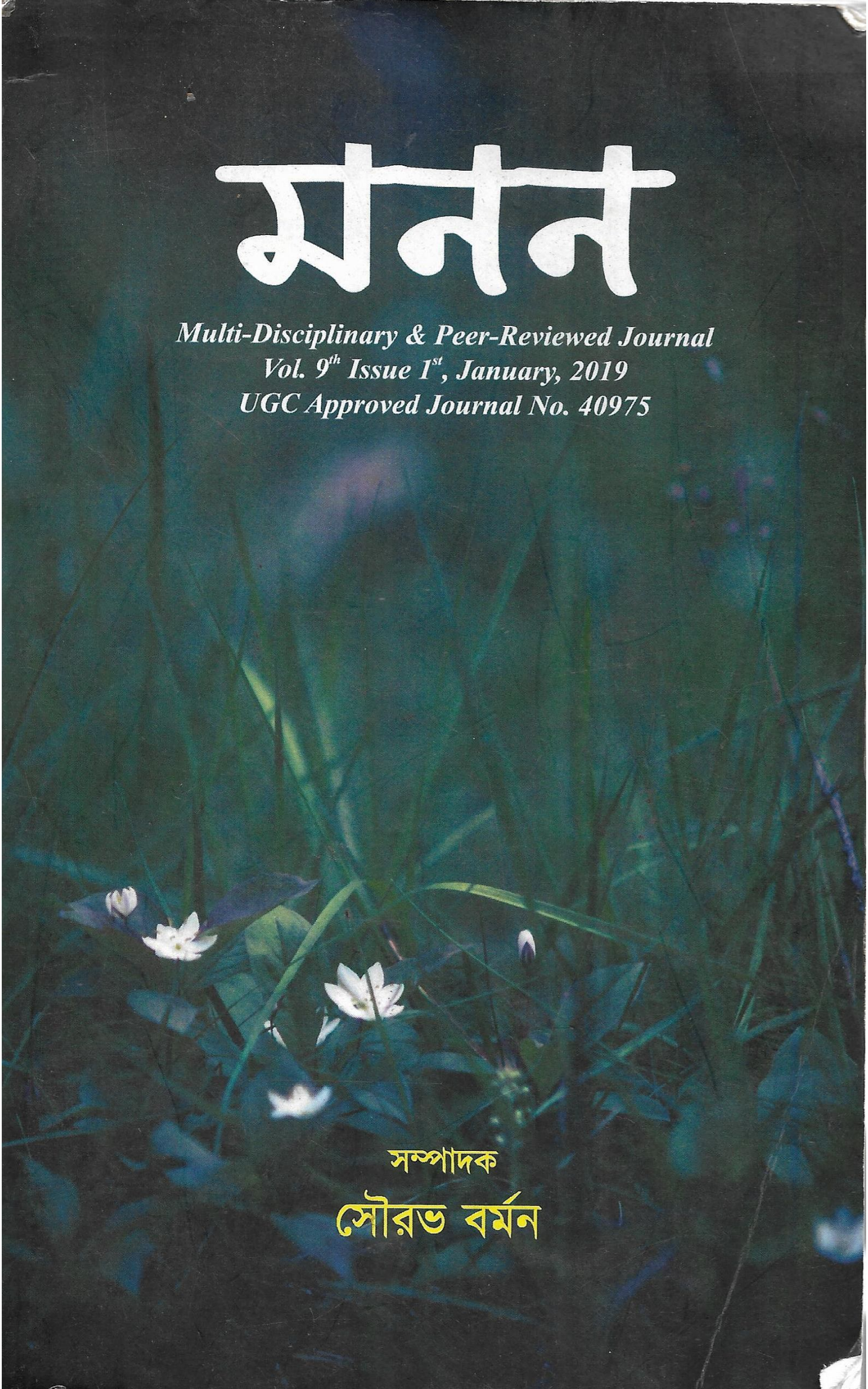

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

Manan
Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal,
Published & Edited by Sourabh Barman, Gobardanga, North 24 PGS, Pin - 743273, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 1st, January 2019, Rs. 250/-
E-mail : mananjournal2011@gmail.com
Website : manan.home.blog

প্রকাশ
৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২৮ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
সম্পাদক, মনন

প্রকাশক
মনন
সৌরভ বর্মন
গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য
২৫০ টাকা

মনন

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. মানস মজুমদার, ড. বিকাশ রায়,
ড. মোহিনীমোহন সরদার,
ড. মোনালিসা দাস

প্রধান সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক
তাপসকুমার সরদার

সম্পাদনা সহযোগী
ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. চন্দন আনোয়ার (নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৩০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ২০০/৩০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব, সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশের কোনোরুপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

গোবরডাঙ্গা, বাদেখাঁটুরা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩

ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে কথ্য বাংলা ভাষার উপকরণ : চারটি গল্পে
সুজিতকুমার পাল ১১

সময়, দুঃসময় ও বাঙালি সংস্কৃতি
সন্দীপকুমার মণ্ডল ২১

গেঁড়ি গুগলি- প্রসঙ্গ জনজাতি গোষ্ঠী : বিভূতিভূষণের সাহিত্যে
মনোজ মণ্ডল ৩২

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোধন' নাটকে দুর্গা
টুম্পা রায় ব্যাপারী ৪১

পাটচাষ কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির কথা : প্রেক্ষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা
এ টি এম সাহাদাতুলা ৪৭

বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তৎকালীন বিহার
অভীক প্রধান ৫৭

তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসে প্রেমের স্বরূপ
অচিন্ত্য দে ৬৩

মতুয়া সংগীত
কৃষ্ণেন্দু দত্ত ৭৪

শতবর্ষের আলোকে পুথি গবেষক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা (১৯১৯ - ১৯৯৩)
শান্তনু দলাই ৮৭

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা
মৌসুমী বিশ্বাস ১০৩

মানভুমের সত্যাগ্রহ
সুব্রত পড়্যা ১১০

গৌড়মল্লার: সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে
শতরূপা সরকার ১২৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পে প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার
মাধব সরকার ১৩৪

মানভুমের সত্যাগ্রহ

সুব্রত পড়্যা*

সারাংশ : ১৯১৩ সাল থেকে মানভুম-এ সত্যাগ্রহের শুরু। মানভুম কে বিহার উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিবাদ শুরু সত্যাগ্রহ পথে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের ভিত শক্তিশালী হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল শিল্পাশ্রম-এর মত আশ্রম যেখান থেকে গান্ধীর আদর্শে সত্যাগ্রহীদের তৈরি করা হত এবং পরিচালনা করা হত। ১৯২৫ সালে মুক্তি পত্রিকা প্রকাশ পায় এবং ক্রমে মানভুমের মুখপত্র হয়ে উঠে। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন মানভুমে সফলতা লাভ করে তবে এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠে। প্রত্যাহার করা হয় এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই ভাবে শেষ হয় মানভুমের প্রথম সত্যাগ্রহ। দ্বিতীয় পর্যায়ের সত্যাগ্রহ শুরু হয় বাংলা ভাষার ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস ভেঙ্গে গঠিত হয় লোক সেবক সংঘ। লোক সেবক সংঘের নেতৃত্বে শুরু হয় অকংগ্রেসি রাজনীতি । মূলতঃ সংসদীয় পদ্ধতি অসত্যাগ্রহের পথে বাংলা ভাষার ওপর হিন্দি ভাষার আধিপত্য বন্ধ হয় এবং ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই দু-ধরনের সত্যাগ্রহ যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ।

মূল শব্দ : মানভুম, সত্যাগ্রহ, আশ্রম, ভাষা আন্দোলন, কংগ্রেস, লোক সেবক সংঘ।

মূল আলোচনা :

মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী মানুষের মুক্তির জন্য চাইতেন যুদ্ধ । তবে তাঁর যুদ্ধে নেই হিংসা ও ভয়াবহতা , নেই নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা । তাঁর যুদ্ধে আছে নৈতিক নিষ্ঠা , আত্মসংবরণ , সহিষ্ণুতা , সত্যের প্রতি অবিচল থাকা এক অপ্রতিরোধ্য, প্রসারিত হৃদয়ী শক্তি । গান্ধীজির এই যুদ্ধের নাম সত্যাগ্রহ । সত্যাগ্রহ দ্বন্দ্ব বা বিরোধকে অস্বীকার করে না , বরং ভালোবাসার শক্তি দিয়ে দ্বন্দ্বকে সমাধানের কথা বলে । গান্ধীজির সত্যাগ্রহ এমন এক ভালোবাসার শক্তি যা দুষ্কৃতীদেরও মঙ্গল চায়। সত্যাগ্রহের নীতি হলো অহিংস নীতি । এই নীতির দ্বারা সত্যাগ্রহ সঞ্জীবিত ।

সত্যাগ্রহকে গান্ধীজি রাজনীতির আঙিনাতে প্রয়োগ ঘটান । শোষিত , অবহেলিত , অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহকে যুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজি । তিনি মনে করতেন যারা সত্যনিষ্ঠ তারাই সত্যাগ্রহের উপযুক্ত । তাই তিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী

*সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, খড়গপুর কলেজ।

::

১৪.সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনির বৈচিত্রময় পটভূমি
:: অরূপরতন চক্রবর্তী.....৯২
১৫.বাণী বসুর ছোটোগল্পে দাম্পত্য জীবন ছবি
:: প্রিয়াঙ্কা মিত্র মল্লিক.....৯৮
১৬.বাংলা ভাগের দেওয়াল : স্মৃতির আলোকে ইতিহাস
:: অভি কোলে.....১০৬
১৭.নতুনদিনের আলোকে আশাপূর্ণাদেবীরত্রয়ীউপন্যাসের নারীভাবনা
:: সুতপা মাইতি.....১১৪
১৮.সাম্প্রদায়িকতার একাল সেকাল : প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য
:: গৌর গোপাল কর.....১১৮
১৯.নারীবাদীভাবনার আলোকে মল্লিকা সেনগুপ্তেরপুরুষকে লেখাচিঠি'
:: হাসিনা খাতুন.....১৩৭
২০.রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গান্ধীজী
:: সুব্রত পড়্যা.....১৪৬
২১.চরণকমলেষু 'শ্রী মা'
:: মৌসুমী দাস.....১৫৫
২২.পঞ্চতন্ত্রে প্রতিফলিত সমাজ
:: অর্ণব পাত্র.....১৬১
২৩.ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব
:: পূর্ণিমা চ্যাটার্জী.....১৬৪
২৪.সমাজ গণমাধ্যমের গল্প
:: অচিন্ত্য দে.....১৭২
২৫.''বাংলার বাউল''— একটি দার্শনিক সমীক্ষা
:: চয়নিকা সিংহ রায়.....১৭৮
২৬.পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবিধ চরিত্রের
অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরিখে রাবণের চারিত্রায়ণ : এক বিবর্তনশীল সম্ভবনা
:: দেবাশিস রায়.....১৮২
২৭.সমাজ ও রাজনীতির দর্পণে 'মেঘে ঢাকা তারা'
:: অনুশীলা সাহু.....১৯৫
২৮.গোলাপসুন্দরী এবং তাঁর 'অপূর্ব্বসতী' নাটক
:: কৌশিক ঘোষ.....২০১

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গান্ধীজী

সুব্রত পড়্যা

মহাত্মা গান্ধী হলেন সত্য ও অহিংসার ধ্বজাধারী এক চিরন্তন হৃদয়ী শক্তি। এই শক্তির শৌর্য শুধু ভারতময় নয়, তা বিশ্বময়। যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, নির্যাতিত, অপমানিত সেখানে গান্ধীজী হলেন আশ্রয়স্থল, আলোর এক দীপ্তমান শিখা। গান্ধীজীর অপরিসীম শক্তি তাই এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা। গান্ধী নামক বটবৃক্ষে শুধু ইংরেজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার সহিষ্ণু শক্তি নয়, সর্বকালের এক অভেদ্য প্রাচীর যাকে ভেদ করে অশুভ শক্তি যেতে পারে না। গান্ধীর এই শক্তি তাঁর বীরত্বের আধার।

গান্ধী এক ভালবাসার শক্তি, অন্যের মনকে জয় করার যাদুকাঠি। গান্ধী অন্যকে জয় করতে পারতেন কারণ তিনি নিজেকে জয় করেছেন। নিজের মনকে জয় করা সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের কাজ। ভগবান বুদ্ধদেব শেখান— "যদি কেউ যুদ্ধে সহস্রবার সমগ্র ব্যক্তিকে জয় করেন— তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তিনি, যিনি নিজেকে জয় করেছেন।"[১] গীতার আত্মসংযম নীতি কে আত্মস্থ করে গান্ধীজী নিজের মনকে জয় যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করে অভেদ্য শক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

শুধু গীতা নয়, গান্ধীর শক্তির উৎস বহু। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হলেন গান্ধীর উজ্জীবনের শক্তি। কেননা গান্ধীর কর্মকাণ্ডে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সত্তা উপলব্ধি করা যায়। তাই অনুসন্ধিৎসার বিষয় হল গান্ধীজী কতটা রামকৃষ্ণময়, আর কতটা বিবেকানন্দের। শ্রীশ্রী-চৈতন্য মহাপ্রভু সত্যাগ্রহ করেছিলেন। গান্ধী এই সত্যাগ্রহকে সর্বব্যাপ্ত করেছিলেন। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা হল তাঁর সত্যাগ্রহ। তাঁর সত্যাগ্রহে হিংসার স্থান নেই, বরং আছে আত্মনিগ্রহ, আর আছে নৈতিকতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা। কিন্তু চেতনাময় মানুষই গান্ধীর সত্যাগ্রহের সর্বাগ্রে। চেতনাময় মানুষের সন্ধান গান্ধী পেয়েছিলেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে। মানুষের চেতনার জন্য দরকার আত্মশুদ্ধি। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ গৃহজীবনে যে ব্রহ্মচর্য দেখিয়েছেন তা আত্মশুদ্ধির পথ। রামকৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

অহিংসা হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জীবনের বাণী। গান্ধীজী রামকৃষ্ণের অহিংসাকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু কে.এস. কারনাথ গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মৎসাদি আহার করতেন, তাহলে কি করে তিনি অহিংসার পূজারী হতে পারেন? এরকম বক্তব্য গান্ধীজী সমর্থন করেন নি। গান্ধীজী বলেন— "কোন মানুষের পক্ষে অহিংসা আদর্শ পালন করা সম্ভব নয়। শরীর ধারণ করলেই কিছু না কিছু অপররিহার্য হিংসার স্বীকার করতে